মেহেরপুরে আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সমাবেশ

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর মেহেরপুর জেলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার দুপুরে মেহেরপুর শিল্পকলা একাডেমী মিলনায়তনে এই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে পায়রা উড়িয়ে সমাবেশের উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী খুলনা রেঞ্জের উপ-মহাপরিচালক মোঃ নুরুল হাসান ফরিদী বিএএম।

পরে জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলন আয়তনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আলোচনা সভায় বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী মেহেরপুর জেলা কমান্ডেন্ট মোঃ শফিউল আদমের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী খুলনার রেঞ্জের উপমহাপরিচালক মোঃ নুরুল হাসান ফরিদী বিএএম।

এ সময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার মাকসুদা আক্তার খানম, চুয়াডাঙ্গা আনসার ব্যাটালিয়ন এর উপ-পরিচালক মোঃ খাদেমুল ইসলাম, জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা মেহেরপুরের উপ-পরিচালক মোঃ আলমগীর হোসেন।

ঝিনাইদহে আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সমাবেশ

ঝিনাইদহে দিনব্যাপী বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জেলা সমাবেশ। সোমবার দুপুরে ঝিনাইদহ শিশু একাডেমী মিলনায়তনে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

ঝিনাইদহ জেলা আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জেলা

কমান্ড্যান্ট মিজানুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খুলনা রেঞ্জের উপমহাপরিচালক নূরুল হাসান ফরিদী।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যশোর আনসার ব্যাটালিয়নের পরিচালক তরফদার আলমগীর হোসেন, ঝিনাইদহের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ইমরান জাকারিয়া, কুষ্টিয়া জেলা কমান্ড্যান্ট শফিউল আযম, মাগুরা জেলা কমান্ড্যান্ট মাহবুবুর রহমান সরকার, ঝিনাইদহের বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এ.বি.এম খালিদ হোসেন সিদ্দিকী।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যরা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রতিরোধে কমিউনিটি এলার্ট মেকানিজমের মাধ্যমে কার্যকর ভূমিকা রেখেছে। পাশাপাশি সামাজিক নিরাপত্তা, মাদক নিয়ন্ত্রণ, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধসহ বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে এই বাহিনী। তিনি বাহিনীর সদস্যদের নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানান।

সমাবেশ শেষে ভালো কাজের স্বীকৃতি হিসেবে ৫০ জন আনসার ও ভিডিপি সদস্যকে পুরস্কৃত করা হয়। তাদের মধ্যে বাইসাইকেল, ছাতা এবং অন্যান্য উপহার সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

ঝিনাইদহে গতিহীন হয়ে পড়েছে গ্রাম আদালত

দুই ভাইয়ের মধ্যে জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের জেরে আদালতে করা মামলা পাঠিয়ে দেওয়া হয় ইউনিয়ন পরিষদের গ্রাম আদালতে। সেখানে উভয় পক্ষের উপস্থিতিতে মামলাটির নিষ্পত্তি ঘটে। এতো সহজে মামলার নিষ্পত্তি হবে ভাবতেও পারেনি ওই মামলার বাদী।

গ্রাম আদালতের মাধ্যমে উপকৃত হওয়ার কথা বলছিলেন ঝিনাইদহের সদর উপজেলার মধুপুর গ্রামের লোকমান মণ্ডল। গ্রাম আদালত সক্রিয় থাকলে অনেক মামলা লোকমান মণ্ডলের মামলার মতো নিষ্পত্তি হতো।

তবে জেলার ৬৭টি ইউনিয়নে দৈনন্দিন কার্যাবলীর ন্যায় গ্রাম আদালত পরিচালনা করার কথা থাকলেও তা যথাযথ ভাবে করা হয় না। মূলত মানুষের অসেচতনতা, এজলাস না থাকা, জনপ্রতিনিধিদের অনিহাসহ নানা কারণে গ্রাম আদালতের সুফল সেভাবে পাচ্ছেনা গ্রামের সাধারণ মানুষ।

প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষ গ্রাম আদালত থেকে কাক্সিক্ষত সেবা পাচ্ছে না তা গত এক বছরে জেলার ৬৭টি ইউনিয়নের চিত্রই বলে দেয়। জানা গেছে, ২০২৪ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ৬৭টি ইউনিয়নে মাত্র ৯২৬ টি মামলা গ্রহণ করে গ্রাম আদালত। এর মধ্যে ৮০৩টি মামলার সমাধান করা হয়। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি মামলা গ্রহণ করে মহেশপুর উপজেলার শ্যামকুড় ইউনিয়ন পরিষদ। এ ইউনিয়নে গ্রাম আদালতে গেল বছর সর্বোচ্চ ৪৮টি মামলা গ্রহণ করে। এর মধ্যে ৪৬টি সমাধান হয়, ২টি মামলা এখনো চলমান রয়েছে।

গত বছর জেলার ৬টি থানায় মোট ২হাজার ২৮৯টি মামলা হয়। নানাবিধ কার্যক্রমের মাধ্যমে সচেতনতা বাড়ানো আর জবাবদিহিতার মধ্যে নিয়ে আসার ব্যাপারে সরকারের উদ্যোগ মাঠ পর্যায়ে সেভাবে কার্যকর হচ্ছে না গ্রাম আদালতে। জেলার অন্তত ২৩টি ইউনিয়ন পরিষদে গ্রাম আদালত পরিচালনার জন্য এজলাস নেই। এজলাস না থাকার কারণে এইসব ইউনিয়ন পরিষদে আদালত কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে না।

ফলে গ্রাম আদালতের সুফল থেকে বঞ্চিত হচ্ছে ওই এলাকার জনগণ। আদালত থেকে পাঠানো মামলা গ্রাম আদালতের মাধ্যমে নিষ্পত্তির নজির খুব বেশি না হলেও অনেক মামলা এখন গ্রাম আদালতের মাধ্যমে নিষ্পত্তি হচ্ছে।

জানা যায়, গ্রামের সকল জনগনকে কম সময়ে নামমাত্র খরচে বিচারিক সেবা প্রদান করার লক্ষে গ্রাম আদালত অধ্যাদেশ জারি হয় ১৯৭৬ সালে। তা আইনে রুপ নেই ২০০৬ সালে। এরপর থেকে ইউএনডিপি এবং ইউরোপিয় ইউনিয়নের আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায় প্রকল্প আকারে তা মাঠ পর্যায়ে কার্যকর হয়। সর্বশেষ সংশোধনী ২০২৪ অনুযায়ী গ্রাম আদালতের আর্থিক ক্ষমতা ৭৫ হাজার টাকা থেকে পরিবর্তন করে ৩ লাখ টাকা করাসহ তফসিলের দ্বিতীয় অংশে দেওয়ানী বিষয়টি যুক্ত করা হয়েছে।

এদিকে গেল বছরের ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর জেলার অধিকাংশ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান-মেম্বাররা আত্মগোপনে চলে যায়। ওই সকল ইউনিয়নে প্রশাসক নিয়োগ

দেয় স্থানীয় সরকার বিভাগ। তারপর থেকে ওই সকল ইউনিয়নে গ্রাম আদালতে মামলার সংখ্যা কমতে শুরু করে। তখন থেকে আরো বেশি গতিহীন হয়ে পড়ে গ্রাম আদালতের কার্যক্রম।
সুশাসনের জন্য নাগিরক (সুজন) এর জেলা কমিটির সভাপতি ও মানবাধিকারকর্মী আমিনুর রহমান বলেন,‘আস্থাহীনতার কারণে অনেকে গ্রাম আদালতে যেতে চাই না। এছাড়াও নানা ধরণের জটিলতার কারণে মানুষ থানা পুলিশের দ্বারস্থ হচ্ছে বেশি।’

ঝিনাইদহের অতিরিক্তি পুলিশ সুপার ইমরান জাকারিয়া বলেন, ‘পুলিশের প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা থাকায় তাঁরা থানায় মামলা করেন বেশি। তারপরেও আমাদের পক্ষ থেকে অনেক বাদীকে মামলার জন্য গ্রাম আদালতে পাঠানো হয়।’

এ ব্যাপারে স্থানীয় সরকার বিভাগ ঝিনাইদহের উপ-পরিচালক রথীন্দ্রনাথ রায় কালের কণ্ঠকে বলেন, ‘গ্রাম আদালতকে শক্তিশালী করার জন্য ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও প্রশাসকদের নানা নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। যে ইউনিয়নে গ্রাম আদালতের জন্য এজলাস নেই সেখানে আমরা এজলাস তৈরি করে দেবো। বিভিন্ন ধরণের প্রচারণার মাধ্যমে গ্রাম আদালতের কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করা হচ্ছে।’

মেহেরপুরে গ্রাম আদালত কার্যক্রম পর্যালোচনা শীর্ষক সমন্বয় সভা

মেহেরপুরে জেলা পর্যায়ে গ্রাম আদালত কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও করণীয় শীর্ষক অর্ধবার্ষিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বাংলাদেশ গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (তৃতীয় পর্যায়) প্রকল্পের আওতায় স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এই সভার আয়োজন করে।

মঙ্গলবার (১১ ফেব্রুয়ারি) সকাল ১০টায় মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় স্থানীয় সরকার উপ-পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) মো. তরিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুরের রিসোর্স পার্সন ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (স্থানীয় সরকার) মো. রনি আলম নুর, সরকারি সহকারী পরিচালক মো. আবীর হোসেন, মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গা ওয়েব ফাউন্ডেশনের ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজার মো. আসাদুজ্জামান, স্থানীয় সরকার প্রশাসনিক রেজিস্ট্রেশন কর্মকর্তা মো. আব্দুল হামিদ প্রমুখ।

এই সমন্বয় সভায় গ্রাম আদালতের কার্যক্রমের বর্তমান অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয় এবং ভবিষ্যতে আরও কার্যকরভাবে পরিচালনার জন্য বিভিন্ন দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

হরিণাকুণ্ডুর বিভিন্ন গ্রামে হামলা ভাংচুর ও বাড়িঘরে অগ্নি সংযোগ

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দেলনের মুখে শেখ হাসিনার পতনের পর ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুর বিভিন্ন গ্রামে রাজনৈতিক প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে ব্যক্তিগত শত্রুতার জেরধরে প্রশাসনিক সংকটকালীন সময়ে বিভিন্ন গ্রামে আওয়ামী লীগ নেতা কর্মীদের উপরে হামলা বাড়িঘরে লুটপাট ও অগ্নি সংযোগের ঘটনা ঘটেছে।

গত ৫ আগস্ট থেকে প্রতিদিন এই ঘটনা অব্যাহত আছে। ভোক্তভোগীদের তথ্যমতে গত ৯ আগস্ট কুলবাড়িয়া বাজারের ব্যবসায়ী কামাল হোসেন
(৬০) কে লোহার রড দিয়ে পিটিয়ে আহত করলো একই গ্রামের বিএনপির কর্মী রফিকুল ইসলাম রফি। কামাল হোসেন গত শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে

৭টার দিকে নিজ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে ফেরার পথে কুলবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে পৌছালে আকস্মিক ভাবে তাকে রড দিয়ে পিটিয়ে আহত করে। কামাল হোসেন স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতা বলে জানা গেছে। আহত অবস্থায় তার স্বজনরা তাকে উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে নিয়ে ভর্তিকরে। আহত কামাল কুলবাড়িয়া গ্রামের মৃত শুকুর আলী মন্ডলের ছেলে।

আহত কামাল হোসেন জানান, কুলবাড়িয়া গ্রামের মৃত জের আলী মন্ডলের ছেলে ও সাবেক বিএনপি নেতা মৃত মসলেম মন্ডলের ছোট ভাই রফি মন্ডল আমাকে কুলবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে থেকে সাইকেল চালানো অবস্থায় মাজায় লোহার রড দিয়ে বাড়ি মেরে ফেলে দেয়।এরপর বাম হাতে ও শরীরের বিভিন্ন স্থানে এলাপাথারি মারতে থাকে এসময় আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। পরে স্থানীয় লোকজন আমার পরিবারকে খবর দিলে আমার ছেলে আমাকে উদ্ধার করে নিয়ে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করে। আমি বর্তমানে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছি।

এদিকে হরিণাকুণ্ডু উপজেলার তাহেরহুদা ইউনিয়নের ভবানীপুর গ্রামের মৃত নজীর বীরের ছেলে বীর বছিরের বাড়ীতে পুরাতন বিরোধের জের ধরে জামায়াত কর্মী এনায়েতুল্লার নেতৃত্বে একদল জামায়াত কর্মী হামলা চালায়। স্থানীয়রা জানান বীর বছিরের সাথে এনায়েতুল্লার পূর্বশত্রুতা ছিল। এর জের ধরে এনায়েতুল্লা বছিরের কাছে পাওনা টাকা দাবি করে তখন বীর বছির রাগান্বিত হয়ে তার উপরে তেড়ে আসে এবং মারধর করার চেষ্টা করে এসময় এনায়েতুল্লাহ তার কর্মী সমর্থক নিয়ে বছিরের বাড়িতে হামলা চালাই এবং বাড়িঘরে ব্যাপক ভাংচুর ও লুটপাট করে তবে বছিরকে হাতে না পাওয়ায় তার প্রাণে রক্ষা হয়। বছির আওয়ামী লীগের কর্মী বলে জানা যায়। এব্যাপারে উভয় পক্ষ থানায় মামলা দায়েরের চেষ্টা করেও থানায় কর্মবিরতি থাকার কারনে তা পারেননি।

এছাড়া বিভিন্ন ইউনিয়নে জামায়াত বিএনপি’র উৎশৃঙ্খ কিছু কর্মী- সমর্থকদের হামলার ভয়ে আওয়ামী লীগের নেতা কর্মী ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা গা ঢাকা দিয়েছে।

এছাড়া গত ৫ আগস্ট উপজেলার গুড়পাড়া ভাতুড়িয়া গ্রামে দুইটি বাড়িতে ভাংচুর ও অগ্নি সংযোগ করেছে স্থানীয় জামায়াত ও বিএনপির কর্মীরা। দুর্বৃত্তরা ভাংচুর ও অগ্নি সংযোগ করেছে এ্যাড. সালমা ইয়াসমিনের গ্রামের বাড়ি ও স্থানীয় আওয়ামী লীগের কর্মী রবিউল ইসলামের বাড়িতে। এব্যাপারে তারা ভয়ে মুখ খুলতে পারছেনা। এ্যাড, সালমা জানান আমার কারও সাথে কোন শত্রুতা নেয় আমার দোষ আমি একজন

আওয়ামী লীগের কর্মী। সন্ত্রাসীরা আমার গ্রামের বাড়িঘরে ভাংচুর লুটপাট করেছে এবং আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। সেখানে ভাই ও বৃদ্ধা মা থাকেন। এছাড়া চাদপুর ইউনিয়নের বেড় বিনি, শেখপাড়া বিন্নিসহ বিভিন্ন গ্রামে আওয়ামী লীগের কর্মী সমর্থকদের বাড়িঘরে হামলার ঘটনা ঘটছে।

এ ব্যাপারে জামায়াত বিএনপির পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে আমরা শান্তিতে বিশ্বাসী সমাজে শান্তি বজায় রাখতে চাই। কেউ ব্যক্তিগত ভাবে অপরাধ করলে আমরা তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছি। তারা জানান, যদি পুরাতন কোন দেনা পাওনা থাকে সেটা আইনের মাধ্যমে সমাধান করার চেষ্টা করেন। কেউ আইন হাতে তুলে নেবেননা। কারও গায়ে হাত দেবেন না এর দায় ভার দল নিবে না, দল থেকে তাকে বহিস্কার করা হবে বলে জানান।

দামুড়হুদার পুরাতন বাস্তপুর গ্রামে জলাবদ্ধতা নিরসনে উপজেলা চেয়ারম্যান

দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের পুরাতন বাস্তপুর গ্রামের পলাশ পাড়ার বাসিন্দাদের জলাবদ্ধতায় আটকে থাকা পানি নিষ্কাশনের সমাধান ও দ্রুত ড্রেনেজ ব্যবস্থা গ্রহণের পদক্ষেপ নিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবু।

গতকাল শুক্রবার বেলা ৫টার দিকে তিনি পানি আটকে থাকার স্থান সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তাৎক্ষণিক ভাবে তিনি পানি নিষ্কাশন এর জন্য শ্যালো মেশিন দিয়ে পানি সেকে বাইরে বের করে দিয়ে এর সমাধান করে দেন। সেই সাথে গ্রামবাসীর যেন চলাফেরা বা কাজকর্মে কোন প্রতিবন্ধকতা তৈরি না হয় তার জন্য স্থায়ীভাবে পানি নিষ্কাশনের জন্য দ্রুত ড্রেনেজ ব্যবস্থা গ্রহণের পদক্ষেপ নেন।

হাউলী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি সিরাজ বলেন, এখানে প্রায় দুই মাস পানি আটকে আছে। খবর পেয়ে দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনসুর বাবু ঘটনাস্থলে এসে শ্যালো মেশিন দিয়ে

পানি থেকে বাইরে ফেলে দেন এবং আগামী এক মাসের মধ্যে স্থায়ীভাবে ড্রেনেজ ব্যবস্থা করে দেবেন বলে জানিয়েছেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন ছাত্রলীগ নেতা অপু সরকার, সবুজ। স্থানীয় বাসিন্দা আবু তালেব, শহিদুল ইসলাম, মিজানুর রহমান সহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।